ইবির পাঁচ ছাত্রী বহিষ্কারাদেশের কপি উচ্চ আদালতে, শঙ্কায় ফুলপরী

যুগান্তর

ইবির পাঁচ ছাত্রী বহিষ্কারাদেশের কপি উচ্চ আদালতে, শঙ্কায় ফুলপরী

ইবি প্রতিনিধি

১৬ জুলাই ২০২৩, ২২:২২:১৯ | অনলাইন সংস্করণ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ছাত্রী হলের গণরুমে নবীন ছাত্রীকে নির্যাতনের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত ছাত্রলীগ নেত্রীসহ পাঁচ ছাত্রীকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। উচ্চ আদালতের নির্দেশে প্রশাসনের নেওয়া সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত পর্যালোচনা রেজুলেশন আকারে রোববার কপি ফ্যাক্সযোগে আদালতে পাঠিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

একই সঙ্গে পর্যালোচনার হার্ড কপি ১৮ জুলাই আইন প্রশাসকের মাধ্যমে আদালতে প্রেরণ করা হবে বলে নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার আলী হাসান। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের পরপরই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ও গণমাধ্যমে নিরাপত্তা শঙ্কার কথা জানিয়েছেন ভুক্তভোগী ছাত্রী ফুলপরী খাতুন। একই সঙ্গে তিনি যথাযথ বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলেও দাবি করেছেন।

X

ছাত্রী নির্যাতনের ঘটনার ছয় মাস পর শনিবার ছাত্রলীগ নেত্রী সানজিদা চৌধুরী অন্তরা, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের তাবাসসুম ইসলাম ও মোয়াবিয়া জাহান, আইন বিভাগের ইসরাত জাহান মীম এবং চারুকলা বিভাগের হালিমা খাতুন উর্মীকে বহিষ্কার করা হয়। তবে এ সিদ্ধান্ত অপরাধের মাত্রানুযায়ী যথাযথ নয় বলে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে।

দাবি উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধনেরও। এ বিষয়টিতে ‘গুরু পাপে লঘু শাস্তি’ দেওয়া হয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

ফুলপরী খাতুন যুগান্তরকে বলেন, আমি শুরু থেকে দোষীদের যথাযথ শাস্তি দাবি করে আসছি। আমি তাদের আজীবনের জন্য বহিষ্কার চেয়েছি। তারা যে ধরনের হিংস্রতা আমার সঙ্গে করেছে তা যেন আর কারো সঙ্গে না করতে পারে। এমন ভয়ংকর নৃশংস ঘটনার মুখোমুখি যেন কাউকে না হতে হয়। এজন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কামনা করেছিলাম। যাতে অন্য আর কেউ এমন অপরাধ না করার সাহস না করে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যে শাস্তি দিয়েছে তাতে তারা ক্যাম্পাসে ফিরে এর প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠবে। এ রকম হলে আমাকে ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমি শঙ্কা মুক্ত নই, আমি আতঙ্কিত।

এছাড়া সিদ্ধান্তের পর থেকে আতঙ্কগ্রস্ত সাক্ষ্যদানকারী ছাত্রীরাও। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের তদন্ত কমিটি নাম প্রকাশ না করার শর্তে সাক্ষ্য নেয়; কিন্তু কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও গাফিলতিতে সাক্ষ্যদানকারীদের নামের তালিকা ও তাদের দেওয়া সাক্ষ্য দোষীদের হাতে পৌঁছে যায় এবং তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনায় আতঙ্কে আছেন সাক্ষীরা।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পর সাক্ষ্যদানকারী ছাত্রীদের কয়েকজন জানান- আমরা যতটুকু জানতাম তাই তদন্ত কমিটিকে বলেছি। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে দোষীদের এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। এতে তারা ক্যাম্পাসে ফিরে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠতে পারে। তাদের জীবন থেকে যেহেতু এক বছর চলে যাচ্ছে তারা আমাদের এমনিতেই ছেড়ে দেবে না। এছাড়া তাদের কাছে সাক্ষীদের তালিকা থাকায় আমরা আরও বেশি নিরাপত্তা শঙ্কায় রয়েছি।

প্রক্টর প্রফেসর ড. শাহাদৎ হোসেন আজাদ যুগান্তরকে বলেন, রোববার সিদ্ধান্তের কপি ফ্যাক্সযোগে পাঠানো হয়েছে। হার্ড কপি ১৮ জুলাই আইন প্রশাসকের মাধ্যমে আদালতে পাঠানো হবে।

এ ঘটনায় রিটকারী আইনজীবী গাজী মো. মহসিন যুগান্তরকে বলেন, অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী অবশ্যই শাস্তি পর্যাপ্ত না। তবে বিশ্ববিদ্যালয় যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে আমি ব্যক্তিগতভাবে

চাইলে অনেক কিছুই করতে পারেন। আদালত সাজা দেওয়ার দায়িত্বটা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় আইনে যেটা রয়েছে সেটা দিয়েছেন। এরপরও চূড়ান্ত বহিষ্কারের ক্ষমতা সিন্ডিকেটের দেওয়া আছে। এখন আদালত সিন্ডিকেটকে কোনো নির্দেশনা দেবে কিনা- এটা আদালত বলতে পারবেন।

সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৩০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত

এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।

Developed by The Daily Jugantor © 2023

X